রাজনৈতিক অঙ্গিকার বাস্তবায়ন: স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে ২০১৮ এর জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে অগ্রগতি

স্বাস্থ্য বাজেট বিষয়ে পলিসি ব্রিফ

সেপ্টেম্বর ২০২১

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠন করে। ঐ নির্বাচনের আগে তারা "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেত সক্ষম হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে যে পদক্ষেপগুলো নিবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

ঐ জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত তিনটি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব করেছে (২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছর)। এই পলিসি ব্রিফে ঐ তিনটি অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দে নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গিকারগুলো কতোটা প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অঙ্গিকার

২০১৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে পরবর্তি পাঁচ বছরে যে পদক্ষেপগুলো নিবে সে সম্পর্কে একটি 'ভিশন' উপস্থাপন করা হয়। ইশতেহারের ৩.১৯ অনুচ্ছেদে 'স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'লক্ষ্য ও পরিকল্পনা' উপস্থাপিত হয়েছে।এগুলোকে ১০টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিভক্ত করা যায়:

০১) দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা।

০২) এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকল বয়ঃগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

০৩) সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

০৪) প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগ , ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।

০৫) প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।

০৬) সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করা।

০৭) অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

০৮) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সব সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা।

০৯) আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অব্যাহত রাখা।

১০) গ্রামঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষিত "সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার" নীতির আলোকেই এই 'লক্ষ্য ও পরিকল্পনা'গুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। সে সময়ে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিজেদের পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে চাপে পড়ছিলো, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানুষ বড় শহরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে ভিড় জমাতে বাধ্য হচ্ছিলো, বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যসেবা প্রার্থীকে সেবার জন্য দেশের বাইরে যেতে হচ্ছিল।এই বাস্তবতায় ইশতেহারে ঘোষিত লক্ষ্যগুলো ছিল খুবই সময়োপযোগি।আর প্রতি বছরে জাতীয় বাজেটের আকার যেভাবে বাড়ছিলো তাতে এ লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভবপর মনে হয়েছে।তাই এখন পর্যন্ত (অর্থাৎ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) ঐ নির্বাচনী অঙ্গিকারগুলো কতোটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি-তে দেয়া বরাদ্দগুলো থেকে এ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।কারণ এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমেই নতুন করে হাতে নেয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন হয়ে থাকে।

এডিপি বরাদ্দের সাথে ইশতেহারের অঙ্গিকারগুলোর সংযোগ

কোন একটি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি বরাদ্দ থেকে ঐ বছরে স্বাস্থসেবার মানোন্নয়ন, সেবাগুলোর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বাবদ সরকার কি পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করছে তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিবি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) পর্যালোচনা করা হয়েছে।প্রতিটি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দগুলোর মধ্যে যেগুলো সরাসরি ২০১৮-এর নির্বাচনী অঙ্গিকারগুলো পূরণের সঙ্গে যুক্ত সেগুলোকে যোগ করে ঐ নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের জন্য সরকারি বিনিয়োগ হিসেবে দেখানো হয়েছে (সারণী ০১-এ)।এই সারণীতে এছাড়াও এই তিনটি অর্থবছরের এডিপিতে মোট কতো সম্পদ নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের মোট উন্নয়ন বাজেটের কতো শতাংশ এই নির্বাচনী অঙ্গিকারগুলো পূরণে বিনিয়োজিত হয়েছে তাও এখানে দেখা যাচ্ছে।

একটি অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতের এডিপি-ভুক্ত সকল প্রকল্পের বরাদ্দ এখানে (অর্থাৎ সারণী ০১-এ) বিবেচনা করা হয়নি। কেবল যে সকল প্রকল্প সরাসরি নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের সঙ্গে যুক্ত সেগুলোর বরাদ্দগুলোই বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন: ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতের জন্য এডিপিতে মোট ৬১টি প্রকল্প ছিলো।তার মধ্যে ৫৩টির সঙ্গে নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের সংযোগ পাওয়া গেছে ।এই ৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি প্রথম নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের সঙ্গে যুক্ত, কোনটিই দ্বিতীয় বা তৃতীয় নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, ১টি চতুর্থ নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের সঙ্গে যুক্ত- এভাবে হিসেব করা হয়েছে।

সারণী ০১-এ দেখা যাচ্ছে যে, উপরে উল্লেখিত ১০টি স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্বাচনী অঙ্গিকারের মধ্যে এমন ৩টি অঙ্গিকার রয়েছে যেগুলো পূরণের জন্য এখনো এডিপিতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, প্রতি বছরই নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের জন্য আগের বছরের তুলনায় বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (কারণ মোট জাতীয় বাজেটের আকারও প্রতি বছর বাড়ছে)।বর্তমান সরকার এই তিন অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে ৪০ শতাংশ বরাদ্দ করেছে নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের জন্য (মোট ১৬,১৪৮ কোটি টাকা)।

সারণী ০১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, (ক) এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকল বয়ঃগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা (নির্বাচনী অঙ্গিকার নং ০২); (খ) অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা (নির্বাচনী অঙ্গিকার নং ০৭); এবং (গ) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সব সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা (নির্বাচনী অঙ্গিকার নং ০৮)- এই তিনটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখন পর্যন্ত এডিপিতে কোন বরাদ্দ করা হয়নি।এমন হতে পারে যে, রাজস্ব বা পরিচালন বাজেট থেকে এ সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।এমনও হতে পারে যে, এডিপিভুক্ত অন্য প্রকল্প থেকেও এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সারণী ০১: ২০১৮-এর নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বরাদ্দ

নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গিকার		এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)				স্বাস্থ্যের উন্নয়ন বাজেটের অংশ (%)
		বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০২০-২১	বাজেট ২০২১-২২	মোট এডিপি বরাদ্দ	
০১	দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা।	৪,৭৬৫	৪,৫৬৩	৪,৫৪৮	১৩,৮৭৬	৩৪.৪১%
০২	এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।	-	-	-	-	০.০০%
০৩	সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।	-	৪	-	৪	০.০১%
০৪	প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।	৫	-	৪৭	৫২	০.১৩%
০৫	প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।	-	৩৫	১১২	১৪৬	০.৩৬%
০৬	সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করা।	৬৫	১৩৩	৩৭৩	৫৭০	১.৪১%
০৭	অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	-	-	-	-	০.০০%
০৮	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সব সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা।	-	-	-	-	০.০০%
০৯	আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অব্যাহত রাখা।	৭৪	৮৩	৬১	২১৮	০.৫৪%
১০	গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা।	৪৬৭	৩৭৫	৪৪০	১,২৮২	৩.১৮%
	সর্বমোট	৫,৩৭৬	৫,১৯৩	৫,৫৭৯	১৬,১৪৮	৪০.০৫%

ইশতেহারের অঙ্গিকারগুলো পূরণে এখন পর্যন্ত কতোখানি অগ্রগতি হলো তা আরও গভীরভাবে বুঝতে কেবল কতো সম্পদ বরাদ্দ দেয়া হলো সে বিবেচনার বাইরে গিয়ে, ওই বরাদ্দের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা বোঝা দরকার।প্রতিটি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগকে দেয়া বাজেট বরাদ্দ দিয়ে কি কি লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্থমন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত মধ্যম মেয়াদি বাজেট কাঠামো বা এমটিবিএফ থেকে জানা যায়।নীতি-নির্ধারক এবং অন্য অংশীজনেরা এমটিবিএফ-এ দেয়া কর্মকৃতি নির্দেশক বা পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর থেকে জানতে পারেন যে, ইশেতেহারের দেয়া অঙ্গিকারগুলোর কোনটি, কতোটা, কোন বছরে সরকার পূরণ করার পরিকল্পনা করছে।

এমটিবিএফ ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি মূল্যায়ন

বাংলাদেশ সরকারের এমটিবিএফ-এ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটো বিভাগের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য মোট ৬টি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক বা "কি পারফরম্যন্স ইন্ডিকেটর" (কেপিআই) রয়েছে।তবে এই কেপিআইগুলোর কোনটিকেই সরাসরি নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গিকারগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। এগুলো প্রধানত শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সারণী ০২: নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণে অগ্রগতি পরিমাপে এমটিবিএফ আগে থেকেই আছে- এমন যে সমস্ত সাব-ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা যায়, এবং আরও নতুন যে সব সাব-ইন্ডিকেটর এমটিবিএফ-এ যুক্ত করা যেতে পারে।

	নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গিকার	এমটিবিএফ-এ যে সাব-ইন্ডিকেটরগুলো ইতোমধ্যেই আছে	প্রস্তাবিত নতুন সাব-ইন্ডিকেটর
০১	দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা।	কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা, যে সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকাকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা হয়েছে তার সংখ্যা, স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিও-এর সংখ্যা।	সেবা গ্রহণকারি প্রবীণ নাগরিক (বয়স ৬৫+ বছর)-এর সংখ্যা
০২	এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।	সুস্পষ্ট ইন্ডিকেটর নেই	এক বছরের নিচে এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী যে নাগরিকরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন তাদের সংখ্যা
০৩	সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা
০৪	প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।	সুস্পষ্ট ইন্ডিকেটর নেই	হার্ট, ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে এমন মেডিকেল কলেজের সংখ্যা
০৫	প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা।	সুস্পষ্ট ইন্ডিকেটর নেই	১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু আছে এমন হাসপাতালের সংখ্যা (প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে)
০৬	সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করা।	সুস্পষ্ট ইন্ডিকেটর নেই	আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সেবা পাওয়া যায় এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের সংজ্ঞা ('আধুনিক প্রযুক্তি'র স্পষ্ট সংজ্ঞায়ন দরকার)
০৭	অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	স্ট্রাকচারাল রেফারেল ব্যবস্থা আছে এমন জেলা হাসপাতালের সংখ্যা	অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা প্রাপ্তির সুযোগ আছে এমন জেলা হাসপাতালের সংখ্যা
০৮	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সব সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা।	স্থাপিত হবে এমন কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	আধুনিকায়ন করা হবে এমন কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ('আধুনিকীকরণ'-এর সংজ্ঞা স্পষ্ট করতে হবে)
০৯	আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অব্যাহত রাখা।	যে সমস্ত বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা (অল্টারনেটিভ হেলথকেয়ার, এএইচসি) পাওয়া যাবে তার সংখ্যা, এএইচসি কারিকুলাম উন্নয়নের শতাংশ	সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কতো জন সেবাপ্রার্থীকে এএইচসি সেবা দেয়া হবে সে সংখ্যা
১০	গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা।	কতোজন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তার সংখ্যা	বেইজলাইন পরিস্থিতি থেকে এমটিবিএফ-এর মেয়াদ কালে চিকিৎসকের সংখ্যা কতো বাড়ানো হবে, সেবার সংখ্যা কতো বাড়ানো হবে

তবে এমটিবিএফ-এ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোর কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য উপ-নির্দেশক বা সাব-ইন্ডিকেটর রয়েছে। এসব সাব-ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে অনেকগুলোকেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রগতি যাচাই করার জন্য ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।তবে এরপরও, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রগতি যথাযথভাবে পরিমাপ করার জন্য আরও কিছু ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক বিবেচনায় আনা উচিৎ।

উপরের সারণী ০২-এ দশটি নির্বাচনী অঙ্গিকার, সেগুলো পূরণে অগ্রগতি পরিমাপ করতে এমটিবিএফ-এর যে সব সাব-ইন্ডিকেটরগুলো ব্যবহার কারা যায় এবং আরও কার্যকরভাবে অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য যে সব নতুন সাব-ইন্ডিকেটর এমটিবিএফ-এ যুক্ত করা যেতে পারে সেগুলো দেয়া হলো।

শেষের কথা

বর্তমান সরকার তার মেয়াদকালে অন্তত আরও দুটো (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪) অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করবে।কাজেই এটা আশা করাই যায় যে, যে সমস্ত নির্বাচনী অঙ্গিকার পূরণের জন্য এখনও এডিপিতে সরাসরি প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্যও সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ঐ বাজেটগুলোতে থাকবে। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কতোটুকু লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে তা তদারকির জন্য এখানে এমটিবিএফ-এর জন্য যে নতুন সাব-ইন্ডিকেটরগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। করোনা মহামারি ব্যবস্থাপনার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেগুলোর অগ্রগতি ও অর্জন পরিমাপের জন্যও সরকার এমটিবিএফ-এ নতুন ইন্ডিকেটর যুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে পারে (বিশেষত করোনা টিকাদান কর্মসূচির জন্য)। এতে কেবল মনিটরিং জোরদার হবে তাই নয়, পুরো স্বাস্থ্য খাত বিষয়ে সরকারের মধ্যমেয়াদি ভিশন কি তাও সহজে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। এতে সরকারের বাইরে থাকা অংশীজনদের পক্ষেও কিভাবে তারা সার্বিক লক্ষ্যগুলো অর্জনে সরকারের পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পারেন তা বোঝা সহজতর হবে। প্রত্যাশা রইল ইশতিহার বাস্তবায়নে সরকার জনগনের জন্য দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন ।

তথ্যসূত্র:

(i) Bangladesh on the march towards Prosperity. Election Manifesto 2018. Bangladesh Awami League. Retrieved from: https://www.sdg.gov.bd/public/files/upload/5c324288063ba_2_Manifesto-2018en.pdf

(ii) Medium-Term Budget Framework 2020-21. Finance Division. Ministry of Finance. Government of the People's Republic of Bangladesh

(iii) Budget in Brief 2019-20. Finance Division. Ministry of Finance. Government of the People's Republic of Bangladesh

(iv) Budget in Brief 2020-21. Finance Division. Ministry of Finance. Government of the People's Republic of Bangladesh

(v) Budget in Brief 2021-22. Finance Division. Ministry of Finance. Government of the People's Republic of Bangladesh

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বিষয়ক এভিডেন্স-বেজড অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং উন্নয়ন সমন্বয় যৌথ উদ্যোগে এই পলিসি ব্রিফটি প্রকাশ করেছে।২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ে যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো ছিলো পরবর্তি অর্থবছরগুলোর বাজেট বরাদ্দে সেগুলো কতোটুকু প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতি সংলাপ উৎসাহিত করতে এটি প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এটি ২০২২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণে নীতি-নির্ধারকদের সহায়তা করবে।

Unnayan Shamannay

উন্নয়ন সমন্বয়
হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা)
২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ইমেইল: info@unsy.org;
ওয়েবসাইট: www.unsy.org

BANGLADESH HEALTH WATCH
BRAC SCHOOL OF PUBLIC HEALTH JAMES P GRANT

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ সচিবালয়
ব্র্যাক জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম তলা, ম্যাডোনা টাওয়ার, ২৮ মহাখালি বাণিজ্যিক এলাকা
বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd
ওয়েবসাইট: www.bangladeshhealthwatch.org